

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

212629 - শরিয়ত আমাদরেককে দোয়া করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে কনে; অথচ আল্লাহুতাআলা কখনও কখনও দোয়াকারীর দোয়া কবুল করেন না?

প্রশ্ন

“হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন; হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমাকে রহম করুন” এভাবে দোয়া করা থেকে হাদিসে নিষিদ্ধোক্ত এসেছে। কনেনা আল্লাহকে বাধ্য করার কটে নহে। যদি তাই হয়ে থাকে; তাহলে শরিয়ত আমাদরেককে দোয়া করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে কনে? অন্য কথায়: আল্লাহুতায়দি কক্ষণে আমাদরে দোয়া কবুল না করবনে; তাহলে আমরা দোয়া করি কনে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: “তোমাদরে কটে যনে না বলে: হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন’ আপনি চাইলে আমার প্রতি দয়া করুন, আপনি চাইলে আমাকে রযিকি দনি / বরং সে যনে সুদৃভাবে চায় / নশ্চয় তিনি যা ইচ্ছা তাই-ই করেন; তাকে বাধ্য করার কটে নহে।” [সহহি বুখারী (৭৪৭৭) ও সহহি মুসলিম (২৬৭৯)]

আবু সাঈদ আল-খুদরি (রাঃ) বলেন: “যখন তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া কর তখন তোমরা তোমাদরে চাওয়া পশে কর। কনেনা আল্লাহর কাছে যা আছে কনে কিছু (দান) সটোকে ফুরযি ফেলোর নয়। যখন তোমরা দোয়া কর তখন দৃভাবে কর। নশ্চয় আল্লাহকে বাধ্য করার কটে নহে।” [জামউল উলুম ওয়াল হকাম (২/৪৮) থেকে সমাপ্ত]

ইবনে বাত্‌তাল (রহঃ) বলেন:

“এ হাদিসে দলিল রয়ছে যে, মুমনিরে জন্য বাঞ্চনীয় হল জোরালভাবে দোয়া পশে করা, দোয়া কবুলরে ব্যাপারে আশান্বতি থাকা এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া। কনেনা সে তো মহানুভবকে ডাকছে। এই মর্মে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ওয়া সাল্লাম থেকে মুতাওয়াতরি হাদিস বর্ণিত আছে।”[শারহু সহহিলি বুখারী (১০/৯৯) থেকে সমাপ্ত]

কুরতুবী (রহঃ) বলেন:

হাদিসের বাণী: “আপনি চাইলে” এটি তাঁর (আল্লাহর) কৃপা, দান ও রহমত থেকে এক ধরণের অমুখাপকেষতি; যমেন— কটে বলে থাকে: যদি আপনি আমাকে অমুকটা দিতে চান দিতে পারেন। এ ধরণের শলী এমন কিছু ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় যা না হলেও চলে। যদি কোন জনিসেরে জরুরী প্রয়োজন হয় সক্ষেত্রে ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে সটো চয়ে থাকে এবং অভাবী ও অনন্যোপায় ব্যক্তি তার প্রয়োজন যভাবে পশে করে থাকে সভাবে চয়ে থাকে।”[তাফসরি কুরতুবী (২/৩১২) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

“দয়াকে ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করা তনি দকি থেকে গর্হতি:

এক. এভাবে দয়াকারী যনে অবহতি করছে যে, আল্লাহকে বাধ্যকারী কটে রয়েছে এবং আল্লাহর উপরও এমন কটে আছে যে আল্লাহকে বাধা দিতে পারে। তাই এ পদ্ধতিতে দয়াকারী যনে বলছে: আমি আপনাকে বাধ্য করব না। আপনি চাইলে কৃপা করুন; আর চাইলে কৃপা না করুন।

দুই. কটে যখন বলে “আপনি চাইলে (কৃপা করুন)” যনে সে ব্যক্তি এ বিষয়টিকে আল্লাহর জন্য বড় কিছু মনে করছে। অর্থাৎ এটি আল্লাহর কাছে বড় কিছু হওয়ার কারণে তিনি হয়তো নাও চাইতে পারেন। এর উদাহরণ হচ্ছে এমন; আপনি কোন একজন মানুষকে বলছেন যে, আমাকে এক মলিয়ন রিয়াল দিন; যদি আপনি দিতে চান। কনেনা আপনি যখন এমন কোন প্রস্তাব কাউকে দনে তার কাছে প্রস্তাবটি হয়তো একটু ভারী মনে হতে পারে; সটোকে কিছুটা হালকা করার জন্য আপনি বলতে পারেন যে, যদি আপনি চান। কিন্তু আল্লাহতাআলার ক্ষেত্রে “আপনি চাইলে” এমন কিছু বলার প্রয়োজন নাই। যহেতে আল্লাহর কাছে কোন কিছুই বড় নয়। তাই তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “আগ্রহটা বড় হওয়া চাই”। কনেনা আল্লাহর কাছে কোন কিছুই বড় নয়; যা তিনি কাউকে দনে।

হাদিসের বাণী: “আগ্রহটা বড় হওয়া চাই”: কম হোক কথি বা বেশি হোক সটো চাওয়া উচতি। বান্দা এ কথা বলবে না যে, এটি অনকে। আমি আল্লাহর কাছে এটি চাইব না। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “কনেনা আল্লাহর কাছে কোন কিছুই বড় নয়; যা তিনি কাউকে দনে”। অর্থাৎ আল্লাহর কাছে কোন কিছু এমন বড় নয় যে, তিনি সটো দবিনে না কথি বা সটো দিতে কৃপণতা করবেন। যা কিছু আল্লাহতাআলা মানুষকে প্রদান করেন এর কোন কিছু তাঁর কাছে বড় নয়। বরং আল্লাহতাআলা একটা মাত্র বাক্যের মাধ্যমে সৃষ্টিকুলকে পুনরুত্থতি করবেন। এটি একটা মহা ঘটনা। কিন্তু আল্লাহর জন্য

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালাহ

সহজ।

তিনি, এভাবে দোয়াকারী অবহতি করে যে, সে আল্লাহকে অমুখাপকেষী। যনে সে বলছে: আপনি চাইলে করুন এবং চাইলে না করুন; আমার কাছে তা গুরুত্বপূর্ণ নয়।” [মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়লিলি উছাইমীন (১০/৯১৭-৯১৮)]

আরও জানতে দেখুন: 105366 নং প্রশ্নোত্তর।

দুই:

আল্লাহতাআলা তার বান্দাদেরকে দোয়া করার নর্দিশে দিয়েছেন এবং তাদের দোয়া কবুল করার প্রতশিরুতি দিয়েছেন; যদি তারা একনষ্টিভাবে দোয়া করে এবং নজিরে দনৈয়তা প্রকাশ করে। তিনি বলেন: “তোমাদের প্রভু বলেন; তোমরা আমাকে ডাক; আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দবি” [সূরা গাফরে, আয়াত: ৬০]

আল্লাহর কাছে যে ভাণ্ডার ও দান রয়েছে এখানে আলোচনার বিষয়টি সঠিক নয়। যহেতে আল্লাহর ভাণ্ডার পরিপূর্ণ; খরচ করলে সঠিক কমে না এবং দলিলে বাড়ি না। কথিবা এটি আল্লাহর দোয়া প্রতশিরুতির সাথেও সম্পৃক্ত নয়। কনেনা আল্লাহতাআলা প্রতশিরুতি ভিগু করনে না। বরং এখানে মুখ্য বিষয় হল: বান্দা নজিকে দাসত্ব ও আশার মর্যাদায় পশে করা, দোয়ার স্বরূপ বাস্তবায়ন ও দোয়া করা; ঠিকি আল্লাহতার বান্দাদেরকে যভেবে পালন করার নর্দিশে দিয়েছেন; এবং দোয়া কবুলের প্রতবিন্ধকতাগুলো ও আল্লাহর পথ থেকে বচিযুক্তকারী বিষয়গুলো থেকে বচৈ থাকা।

দোয়াটাই আল্লাহর ইবাদত; বরং মহান ইবাদতগুলোর মধ্যে অন্যতম। যে কোন ইবাদতেরই কিছু আদব, শর্ত ও বিশিষে কাঠামো রয়েছে; বান্দার জন্ম সগুলো মান্য করা মুস্তাহাব।

আর প্রত্যকে কারণে বপিরীতে কিছু প্রতবিন্ধকতা থাকে; যা কারণে ফলাফলকে বাধাগ্রস্ত করে কথিবা কারণে প্রভাবকে দুর্বল করে দেয়।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

“দোয়াকারী কি দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে নশ্চয়তা দবি?”

জবাব: যদি এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয় আল্লাহর সক্ষমতাকে তাহলে আল্লাহতাআলা দোয়া কবুল করতে সক্ষম এ দৃঢ়তা ব্যক্ত করা আবশ্যিক। আল্লাহতাআলা বলেন: “তোমরা আমাকে ডাক; আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দবি”। পক্ষান্তরে, আপনার

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

নজিরে দোয়া কবুল হওয়া: আপনার মাঝে যে প্রতিনিধকতাগুলো রয়েছে সে বিবেচনা থেকে কথিবা দোয়া কবুল হওয়ার কারণগুলো পূর্ণ না হওয়ার দিক থেকে আপনি দোয়া কবুলের ব্যাপারে আশংকায় থাকতে পারেন।

তদুপরি আপনার উচতি আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখা। কনেনা আল্লাহতাআলা বলছেন: “তোমরা আমাকে ডাক; আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব”। যিনি শুরুতে আপনাকে দোয়া করার তাওফিক দিয়েছেন তিনিই শেষে দোয়া কবুল করে আপনার প্রতি অনুগ্রহ করবেন। বিশেষতঃ ব্যক্তি যদি দোয়া কবুল হওয়ার কারণগুলো বাস্তবায়ন করে এবং প্রতিনিধকতাগুলো থেকে বঁচে থাকে। প্রতিনিধকতাগুলোর মধ্যে রয়েছে দোয়াতে সীমালঙ্ঘন করা; যমেন কোন পাপ কাজেরে কথিবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দোয়া করা...। [মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়লিলি উছাইমীন (১০/৯১৮)]

দোয়া করার গুরুত্বপূর্ণ আদবগুলো দেখুন 36902 নং প্রশ্নোত্তরে এবং দোয়া কবুলের প্রতিনিধকতাগুলো দেখুন 5113 নং প্রশ্নোত্তরে।

তনি:

দোয়াকারী তার প্রভুকে ডাকার ফলে দোয়া কবুল হলেও প্রার্থতি বিষয় ঠিক যতোবে চাওয়া হয়েছে সতোবে হাছলি হওয়া আবশ্যিক নয়। বরং দোয়া কবুল কয়েকভাবে হতে পারে: দোয়াকারীর প্রার্থতি বিষয় অবলিম্ববে তাকে প্রদান করা কথিবা অনুরূপ কোন মন্দ তার থেকে দূরীভূত করা কথিবা এ দোয়াটিকে তার জন্য কয়িমাতরে দনি প্রদয়ে পুরস্কার বা সওয়াব হিসেবে সংরক্ষতি করে রাখা।

আবু সাঈদ আল-খুদরি (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “কোন মুসলমি যদি দোয়া করে এবং সে দোয়াতে কোন পাপ কথিবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নেরে বিষয় না থাকে তাহলে আল্লাহতাকে তিনিটি বিষয়রে কোন একটি দিতে পারনে: অবলিম্ববে তার দোয়া কবুল হওয়া, কথিবা তার দোয়াটিকে তার জন্য আখিরিতে পুঞ্জীভূত করে রাখা কথিবা অনুরূপ কোন অনিষ্ট তার থেকে দূরীভূত করা। তারা (সাহাবীরা) বলল: তাহলে আমরা প্রচুর দোয়া করব? তিনি বললনে: আল্লাহও অধিক দাতা।” [মুসনাদে আহমাদ (১০৭৪৯), আলবানী ‘সহহিত তারগীব ওয়া তারহীব’ গ্রন্থে (১৬৩৩) হাদিসটিকে সহহি বলছেন]

হাফযি ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন:

“প্রত্যকে দোয়াকারীর দোয়াই কবুল হয়। তবে কবুলের প্রকার বিভিন্ন: কখনও দোয়াকৃত বিষয়টি দোয়া হতে পারে, কখনও এর বনিমিয়ে অন্যটি দোয়া হতে পারে। এ ব্যাপারে সহহি হাদিস উদ্ধৃত হয়েছে।” [ফাতহুল বারী (১১/৯৫) থেকে সমাপ্ত]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

শাইখ বনি বায (রহঃ) বলেন:

“ব্যক্তির কর্তব্য হল অনুন্য়রে সাথে বারবার দোয়াটি পশে করা ও আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখা এবং এ কথা জনে রাখা য়ে, আল্লাহ্ছনে— প্রজ্ঞাবান ও জ্ঞানী। তনি তাঁর প্রজ্ঞাবলে কখনও দ্রুত সাড়া দনে; আবার কখনও বলিম্বে সাড়া দনে। আবার কখনও কখনও দোয়াকারী যা চয়েছে এর চয়ে উত্তমটি তাকে দান করনে।”[মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায (৯/৩৫৩) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহ্ তাআলাই সর্বজ্ঞঃ।